সপ্ত চিরজীবী।

সপ্ত চিরজীবী।

রচয়িতা

শ্রীভূদেব শোভাকর বি এ. বি ই,

হরিপুর নদীয়া।

"অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসঃ হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তেতে চিরজীবিণঃ"

সপ্তচিরজীবিগণ ! প্রবুদ্ধ হও, পতিত জাতির অশ্রু-অঞ্জলি
গ্রহণ কর, আমাদের অধর্ম্ম, মিথ্যাচার, অনাচার,
ব্যভিচার, মোহান্ধতা, ও কলি কলুষিত
বুদ্ধি দূর কর, আমাদের তমসাচ্ছন্ন
জড় হৃদয়ে নব প্রাণের ধারা
সঞ্চারিত কর।

—রচয়িতা—

মূল্য দুই আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা।

সপ্ত চিরজীবী।

—সপ্তচিরজীবী।—

(আমি সপ্ত চিরজীবিগণকে নমস্কার করি)

ওহে সপ্ত চিরজীবি ! অভিশপ্ত দেশে,
নামে মাত্র কত কাল করিবে নিবাস ?
জীর্ণ ভূর্জ্জত্বক কিম্বা তালপত্র মাঝে,
হরিতাল গোরোচনা অলক্ত অক্ষরে,
অথবা তুলটে গড়া পুঁথি পত্র পরে,
রহিলে জীবিত, শুধু কোনরূপে হায়,
যুদ্ধ করি দিবানিশি কীট জাতি সনে !

তোমাদের নাম ধরি, কতই কথক
যুগ-যুগান্তর-গত উজ্জ্বল অতীতে
কেশে ধরি আনিয়াছে বর্ত্তমান কালে,—
আনিয়াছে কর্ম্মহীন পূতি-গন্ধ-ময়
পল্বল কর্দ্দমে যেন মন্দাকিনী-জল !
কি ফল হ'য়েছে তায় ? সপ্তচিরজীবি !
যে আঁধার সে আঁধারে ডুবে আছে সবি।

হেন অপমান সহ সপ্তচিরজীবি ?
অভিমানী অশ্বথামা ! দানবীর বলি !
ত্রিকালজ্ঞ বেদব্যাস ! হনুমন্ত বীর !
ত্যাগী ভক্ত বিভীষণ ! শরসিদ্ধ কৃপ !
দুষ্ট-ক্ষত্র-কুলান্তক হে পরশুরাম !
হেন অপমান সহ সপ্ত চিরজীবি ?
মুদ্রিত মসীর ছত্রে, তোমাদের গাথা
দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে লভিল প্রচার,
কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র, তোমাদের কথা
মুদ্রিত পুঁথিতে পড়ে, তবু ঘোর কলি
রয়েছে অম্লান মুখে, প্রতাপ তাহার
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে হয় সুপ্রচার !
উপেক্ষিয়া সপ্তজনে, বাকি কিবা আ

পাবক যেমতি হয় ধূম-ধূসরিত
মধ্যাহ্নে অরুণ-রশ্মি মেঘ-নিমজ্জিত,
নিগড়-নিবদ্ধ রয় মত্ত করিবর,
লজ্জানত পশুরাজ পিঞ্জর-ভিতর
মন্ত্রৌষধিবদ্ধ হয় আশীবিষ-ফণা
কলিতে জীয়ন্তে মৃত হ'লে সাত জনা !

মৃত ভিন্ন, সেই তেজ, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বল,
ভক্তি, সিদ্ধি, তপ,—তার কণা অবশেষ

থাকিলে কি এই দুঃখ সহ ভারতের ?
যে ভারতে তোমরাই জন্ম লাভ করি,
দেহী হ'য়ে, অমরত্ব ক'রেছ অর্জ্জন ?
ধিক্, ওহে মৃতকল্প চিরজীবিগণ !
জীবন্মৃতে অমরত্ব অতি অশোভন !
বর নয়, অভিশাপ, যুগ যুগ ধরি
বসিয়া ক্লীবের মত নিরুপায়ে দেখা
জন্মভূমি জননীর ক্রমিক দুর্দ্দশা,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-হীনা দাসী নিরন্না বিবাসা
সমগ্র ভারত দেহে দারিদ্র্যের কশা !

অথবা নিদ্রায় মগ্ন আছ সপ্তজন ?
চিরজীবি ! চির নিদ্রা ব'লে হয় ভ্রম !
কোন্ গুহামাঝে আছ ? কোন্ সিন্ধু তলে ?
কৈলাশে মানস-সরে বদরিকাশ্রমে,
হৃষীকেশে হরিদ্বারে গোমুখী গহ্বরে,
প্রয়াগ পবিত্র কাশী বিন্ধ্যাচল'পরে,
অথবা দক্ষিণে আছ ঘাট শৈল শিরে,
সেতুবন্ধে সিন্ধুতীরে আছ কি শয়ান ?
সত্যই নিদ্রিত ? কিম্বা করি নিদ্রা-ভান !

সুপ্তি হ'লে, চিরজীবি ! অবশ্য জাগিতে,
ভারতের নরনারী দৈন্য-প্রপীড়িত

কঙ্কাল দেহের হীন কলঙ্ক-অঙ্কিত
চর্ম্মখানি প্রভুদত্ত দীনবস্ত্রে ঢাকি,
ছিন্ন বক্ষ-ভস্ত্রা হ'তে, ক্ষীণ শ্বাসবায়ু
টানি,—যেন ভারতের শেষ নাভি-শ্বাস,—
যথা শক্তি বীজমন্ত্র করি উচ্চারণ,
তীর্থে তীর্থে কত আহা করিল ভ্রমণ!
সুপ্ত হ'লে, চিরঞ্জীবি! উঠিতে জাগিয়া,
বৃথা কি ফিরিত তারা মঙ্গল মাগিয়া?
তাদের সে ক্ষীণ শ্বাসে, উঠি মরুশ্বাস,
জবায় জ্বলন্ত শিখা, ত্রিপত্রে ত্রিশূল,
অক্ষতে সহস্র ক্ষত, দর্ভে সূচীমুখ,
গলিত-লৌহের ধারা পূত পাদ্য-জলে,
দরিদ্রের উপহৃত যত উপচারে
ঘোর অভিচার-বহ্নি হইয়া উত্থিত,
তোমাদের সুখ-সুপ্তি, চির জীবিগণ!
ক'রে দিতে ভস্মসাৎ, মেলিতে নয়ন;
মেলো নাই—শুধু চলে দরিদ্রের দান—
এ নহে কখন নিদ্রা,—নিদ্রার এ ভান!
যেই ভান না ভাঙিল সরল ভক্তিতে,
দেশব্যাপ্ত পূজা দান প্রাণ বিসর্জ্জনে,
দুর্ভিক্ষের হাহাকারে, ক্রন্দনের রোলে,
দাসত্বের কুটা দেখ মাথায় করিয়া

ভারতের শিশু যুবা বৃদ্ধ-নর-নারী
মন্দিরে মন্দিরে ওই ফিরিছে বৃথাই
"কোথা আছ রক্ষা কর,"—কেউ কোথা নাই।
দেব দেবী নিদ্রাগত, চির জীবিগণ!
রয়েছ নিদ্রায় ভানে,—অরণ্যে রোদন!

হে দ্বিজ! দিও না তবে তৈলঅগ্রভাগ
"অশ্বত্থাম্নে নমঃ"—বলি সেই বৃত্তিচ্যুত,
ক্রুরমতি ব্রাহ্মণের শিরোমণি-ক্ষতে,
নিত্য প্রশমিতে তার দাবদাহজ্বালা,
সমন্ত্র লবণ-কণা নিত্য ক'রো দান
জাগুক দ্রোণের পুত্র থাকে যদি প্রাণ!!

শাস্ত্রজ্ঞ! পুরাণ ব্যাখ্যা করি, সূক্ষ্মমতে,
দেখাও 'বলির' দোষ, মূঢ়তা কেবল,
অবিবেক পণ-বদ্ধ সীমাহীন দানে
রসাতলে গেল মূর্খ দাতা-অভিমানে!
হায় ভারতের বলি! ওই অভিমানে
রসাতলে বদ্ধ হ'য়ে, স্থান লভি সুখে,
চক্রীর চরণ তলে করি চির নতি,
ভক্তি ভরে বসি, দাও ত্রিসন্ধ্যা আরতি!
শাস্ত্রদর্শি! দানশৌণ্ডে দাও নব জ্ঞান,
—"ছল সত্য ভঙ্গে নাই তিল মাত্র পাপ"—

উঠুক গর্জ্জিয়া বলি, ভেদি রসাতল,
শিরচ্যুত করি চির চরণের-ভার,
গৌরবে করুক লাভ লুপ্ত অধিকার।

জ্ঞানময় বেদব্যাস! তুমি যদি বাম,
চক্ষুকর্ণ মুদি' রও এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
তবে হে ভারতবাসী! ভাগবত হ'তে
দগ্ধ করি ফেলো যত 'কলিযুগ কথা',
ব্যাস-লেখা ভবিতব্যে বাড়িয়াছে কলি,
তাঁরই বাণী, বিষাদের ঘন ছায়া ফেলি,
আচ্ছন্ন ক'রেছে সব মানব-অন্তর,
ত্রিশ কোটি নর নারী হ'য়ে আছে জড়;
ছিন্ন কর দগ্ধ কর, দাও ভস্ম করি
কলিযুগ-বর্ণনের ভবিষ্যৎ-বাণী,
যুক্তকণ্ঠে জয়-ধ্বনি জাগিয়া উঠুক,
ব্যাস সঙ্গে ব্যাস-বাক্য হ'য়ে যাক মূক,
নয় ত বলুন ঋষি, এই হুহুঙ্কার,
কোটি কোটি যুক্ত কণ্ঠে এই জয়োচ্চার,
এই "বন্দেমাতরম্" বেদমন্ত্র-সার,
কলির কুলিশ এই কল্কি-অবতার।

ভক্তবীর রামদাস! নিশ্চেষ্ট তুমি ও?
বন্ধ তবে হ'ক সব রামায়ণ-গান,

ত্রেতায়, তারক ব্রহ্ম রাম নাম শুনি
শ্রোত্র তব না ভরিল, "রাম" "রাম" বলি
না হ'লে রসনা তৃপ্ত, প্রাণের পিপাসা
না হইল শান্ত, তাই যুগ-যুগ-ব্যাপী
অমরত্ব ল'য়ে তুমি শুন রাম নাম,
যেথা হয় রামলীলা, রামায়ণ-গান,
প্রতি বায়ুকণা হ'তে নামামৃত ক্ষরে,
মক্ষি হ'য়ে পান কর চক্ষু-অগোচরে;

কিন্তু, তুমি সত্য বল, রাম-ভক্ত বীর!
শ্রবণ রসনা তব সে রসে বঞ্চিত
কত বর্ষ ক' শতাব্দি এ ভারত ভূমে;
লুপ্ত নয় নাম, আজও মন্দিরে মন্দিরে,
গ্রামে গ্রামে গীত হয় নাই, কিন্তু প্রাণ!
গঙ্গাম্বুমাহাত্ম্য, যথা, লুপ্ত হয় কূপে,
এ জাতির কণ্ঠে ক্ষুন্ন পুণ্য রামায়ণ;
পিতৃভক্তি-রাজধর্ম্ম-বীরত্ব-মণ্ডিত
সত্য-সরলতামাখা শ্রীরাম-চরিত,
এ জাতির কণ্ঠে, লাগে প্রলাপের প্রায়!
শুনি তব ভক্ত-প্রাণ কেমনে জুড়ায়?
হে ভক্ত শুনিবে যদি পূর্ণ ব্রহ্ম নাম
পূর্ণ-তাল-লয়-প্রাণ পবিত্র সঙ্গীতে,

স্বরূপে, পবনসুত! হও সুপ্রকাশ,
ভারতের বক্ষ হ'তে, শক্তি-শেল সনে
সাত শতাব্দীর মূর্চ্ছা দূর করি দাও,
তুলি' লও পুণ্য-গন্ধী গন্ধমাদনের
সত্যরূপা প্রাণ-দাত্রী বিশল্যকরণী,
তার রসে কর নব-শোণিত সঞ্চার,
সপ্ত-সিন্ধু-পার হ'তে দেশলক্ষ্মী আনি,
বসাও ভারতে, তবে জাগিবেন বাণী
সপ্তস্বর তাল লয়ে—ছন্দের জননী,
মা'র সিংহাসন তলে হ'য়ে দেশ-ত্রাতা
শুনিও ত্রেতার সুরে রামলীলা-গাথা।

বিভীষণ! কি ভীষণ দেশ দ্রোহ তব!
ভক্তির তরঙ্গে, তুমি ত্যাগের পেষণে
চূর্ণ হয়ে, জাহ্নবীর মৃত্তিকার মত
আসিয়া মিশিলে রাম-দয়াম্বুধি-পদে,
সখ্য-আলিঙ্গনে, তব পঙ্কের তিলক
পরিলেন ভালে সূর্য্যবংশের তিলক।

হইলে অমর, রক্ষ! কিবা লক্ষ্য ল'য়ে?
জ্বলিল কি দশানন-বধে ভ্রাতৃশোক
দুর্বিষহ, তব হৃদে দাবানল প্রায়?
আনিতে সে ঘোর বহ্নি ভারতের মাঝে,

ভ্রাতৃবধ দেশদ্রোহ আর্য্যের সমাজে,
দেখিতে ক্ষত্রিয়-নাশ অধর্ম্মের জয়,
রহিলে কি বিভীষণ হইয়া অক্ষয় ?

উঠ বিভীষণ! কর স্বরূপ-প্রকাশ,
নতুবা বলিব তুমি রাম-ভক্ত নও,
ভক্তি তব ভান মাত্র, তুমি মায়াধারী,
তুমিই শকুনি-রূপী, জয়চন্দ্র তুমি,
কালাপাহাড়েও তুমি, তুমি পশুপতি,
শক্তসিংহ, মানসিংহ জয়সিংহ তুমি,
ভণ্ড ভক্ত অন্নদার ভবানন্দ তুমি,
গৃহশত্রু বিভীষণ তুমি নষ্ট-মতি !
সাধিয়াছ ভারতের এ ঘোর দুর্গতি।

হে কৃপ ! তুমি কি বসি যুগ যুগান্তর
রক্ষাই করিবে মাত্র সিদ্ধ শরজ্ঞান ?
জড় মৃৎ ভাণ্ডের মত মন্ত্র-বীর্য্য বহি,
রহিবে হৃদয়হীন নিশ্চেষ্ট নীরব ?
ছিলে যথা নতমুখে, কুরু-সভাতলে,
দ্রৌপদীর কেশ আর বস্ত্র—আকর্ষণ
সহিলে অম্লান মুখে সকলে মিলিয়া !
কিন্তু তুমি জ্ঞান কৃপ ! যেই পাপানল
জ্বালিল দম্ভের ভরে দুষ্ট দুঃশাসন,

সেই বহ্নি, পাপমতি কৌরবের সনে,
ভস্ম করি দিল তার আত্মীয় বান্ধবে,
গান্ধার হইতে দূর দক্ষিণে কুমারী
গুর্জ্জর হইতে পূর্ব্বে প্রাক্‌জ্যোতিষ্‌পুর
তুলিল বিধবা-কণ্ঠে আর্ত্তনাদসুর!

শরসিদ্ধি লুপ্ত যদি, হে দীন ব্রাহ্মণ!
সাক্ষীরূপে উঠি, তবে কহ উচ্চনাদে,
সব শক্তি ধ্বংস হয় নারী-অপমানে,
রোধিতে পার নি' কেউ কোটি কোটি বাণে!

হে ভার্গব! ব্রহ্মতেজে হও সমুত্থিত,
দুর্দ্ধর্ষ পরশু-দণ্ড করলগ্ন করি,
রক্ত বস্ত্র উত্তরীয় যজ্ঞসূত্রে আর
দেখাও দম্ভের কোথা শেষ পরিণাম!
উঠ হে পরশুরাম! ত্রেতাযুগ গত,
ক্ষত্রকুল-শিরোমণি পূর্ণ-অবতার
শ্রীরাম করিলা তাঁর লীলা-সম্বরণ,
পূর্ব্বতেজ, অবশ্যই প্রাক্তনের প্রায়,
হে দ্বিজ! তোমারি বাহু ক'রেছে আশ্রয়,
উঠাও কুঠার, তা'র সত্য ক্ষুর-ধারে,
কাটো হে সহস্রকর দুষ্কৃত কলির,

ভূমিতে লুটাও তার দম্ভের মুকুট,
সরল করিয়া দাও রাষ্ট্রনীতিকূট ;

আর যদি মাতৃহত্যা-পাতকের ভাগী
হইতে দ্বিতীয়বার বাসনা, ভার্গব !
না হবে পরশু-অস্ত্র করিতে প্রয়োগ,
চিত্রার্পিত হ'য়ে মাত্র আরও কিছু কাল
কিম্বা কুম্ভকার-কৃত পুত্তলীর প্রায়
থাক হে নিশ্চল, ঘোর কলির চরণ
দম্ভভরে দলি' তব জননীর দেহ
ক'রে দি'ক জীবহীন জড়পিণ্ড-প্রায়,
সেই পিণ্ড পিতৃগণে করিও অর্পণ
জননী-শোণিত-কুণ্ডে করিও তর্পণ,
পরশু প্রক্ষালি' মা'র অশ্রু-নদীকূলে
ভ্রমিও ভারত-ভরা হাহাকার তুলে' ;

সমাপ্ত।